SEMESTER-I (Hons)
CC-I-Indian Philosophy-I

Topic Vaisesika পদার্থ (Padartha)

Sub Topic – সামান্য

উঃ সামান্য হল ন্যায় বৈশেষিকগণের স্বীকৃত সপ্ত পদার্থের অন্যতম। ন্যায় বৈশেষিকগণ বলেন যে সামান্য হল একই জাতীয় অনেক বস্তুর মধ্যে যা নিত্য এবং সাধারণ ধর্ম তাই সামান্য। যেমন মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব, গরুর মধ্যে গোত্ত্ব, পাখির মধ্যে পখিত্ব ইত্যাদি। রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতি ব্যক্তিমানুষের মধ্যে নানান পার্থক্য থাকলেও তাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটি জাত্য ধর্ম সমান ভাবে উপস্থিত আছে, যার জন্য তাদের প্রত্যেকেই 'মানুষ' পদবাচ্য। 'মনুষত্ব' এই ধর্মটি নিত্য কেননা মানুষ মারা গেলে ও 'মনুষত্ব' মারা যাবেনা এবং এটি সমস্ত মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। এটি মানুষ জাতির সাধারণ ধর্ম বা সামান্য ধর্ম। বিশ্বনাথ ভাষা পরিচ্ছেদে সামান্যের লক্ষণ দিয়েছেন :-

"নিত্যত্বে সতি অনেক সমবেতত্বম সামান্যম্"

সামান্যের এই লক্ষণটি বিশ্লেষন করলে আমরা দেখতে পাব এর প্রত্যেকটি পদ গুরুত্বপূর্ণ কিনা।

১) সামান্যের লক্ষণ থেকে যদি "নিত্যত্বেসতি" কথাটি বাদ দেওয়া হত তাহলে সামান্যের লক্ষণটি দাঁড়াত "অনেক সমবেতত্বম্ সামান্যম।" অর্থাৎ যা অনেক বস্তুতে সমরায় সম্বন্ধে আছে তা হল সামান্য। একথা বলা হলে লক্ষণটি সংযোগ প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। ন্যায় মতে সংযোগ হচ্ছে গুণ। গুণ নিজ আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। যেখানে সংযোগ অনেক গুলি বস্তুর মধ্যে বর্তমান সেখানে সংযোগ অনেক সমবেত। কিন্তু সংযোগ নিত্য নয় অনিত্য। আর সামান্য নিত্য এবং অনেক বস্তুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। ফলে সামান্যের লক্ষণ থেকে 'নিত্যত্বে সতি' কথাটি বাদ দিলে অনিত্য পদার্থ সংযোগে ও লক্ষণটি প্রযোজ্য হবে। সংযোগ প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য সামান্যের লক্ষণে নিত্যত্ব সতি কথাটি দেওয়া হয়েছে।

২) সামান্যের লক্ষণ থেকে যদি "অনেক" কথাটি বাদ দেওয়া হয় এবং বলা হয় "নিত্যত্বে সতি সমবেতত্বম" তা হলেও লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়। কেননা আকাশ নিত্য, আকাশের যে বিভুপরিমান তাও নিত্য এবং সেটি গুণ বলে আকাশে সমবেত কিন্তু আকাশ সামান্য নয়। কারণ আকাশ এ সমবেত অনেক সমবেত নয়। আকাশের ক্ষেত্রে এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য সামান্যের লক্ষণে "অনেক" কথাটি দেওয়া হয়েছে।

৩) 'সমবেত' কথাটি না দিয়ে সামান্যের লক্ষণে কেবলমাত্র 'বিতৃত্ব' কথাটি দেওয়া হয় তাহলে ও সামান্যের লক্ষণটি নির্দোষ হয় না। কেননা অত্যান্তাভাব প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। অত্যান্তাভাব নিত্য এবং অনেক বস্তুতে বর্তমান কিন্তু কোন পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে থাকেনা। কারন অভাব নিজের আশ্রয়ে সরূপ সমন্ধে থাকে সমবায় সম্বন্ধে নয়। এই জন্য "সমবেতত্ব" পদটি দিলে আর অত্যন্তভাবে অতিব্যাপ্তি হয় না। এই ভাবে ন্যায় বৈশেষিকগণ দেখিয়েছেন যে উক্ত সামান্যের লক্ষণের প্রত্যেকটি পদই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা কোন একটি পদ বাদ দিলে কোন না কোন ভাবে লক্ষণে দোষ ঘটে। সুতরাং সামান্যের নির্দোষ লক্ষণ হল: "নিত্যত্বে সতি অনেক সমবেতত্বম্।"

ভাষা পরিচ্ছেদে দুপ্রকার সামান্যের কথা বলা হয়েছে। (১) পর সামান্য (২) অপর সামান্য। কিন্তু ন্যায় বৈশেষিক মতে ব্যাপকতার দিক থেকে জাতিরূপ সামান্য তিন প্রকার । যথা (১) পর সামান্য (২) অপর সামান্য (৩) পরাপর সামান্য।

(১) পর সামান্য: পর সামান্য হচ্ছে সেই সামান্য যেটি সর্বাধিক পদার্থে থাকে। যেমন সত্ত্বা। ব্যাপকতম জাতি হচ্ছে পরাজাতি বা পরা সামান্য। সত্ত্বা (Being) দ্রব্য, গুণ, কর্ম এই তিন প্রকার গুণে বর্তমান।

(২) অপর সামান্যঃ সর্বাপেক্ষা কম ব্যাপক জাতি হচ্ছে অপরাজিতি বা অপর সামান্য। এই সামান্য গুলি কম সংখ্যক পদার্থে থাকে। যেমন ঘটত্ব, পটত্ব ইত্যাদি। ঘটত্ব নামক জাতি কেবল ঘটেই থাকে অন্য পদার্থে থাকে না।

(৩) পরাপর সামান্যঃ ব্যাপকতম জাতি এবং সর্বাপেক্ষা কম ব্যাপক জাতির মধ্যবর্তী জাতি হচ্ছে পরাপর জাতি বা পরাপর সামান্য। যেমন - দ্রব্যত্ব। "দ্রব্যত্ব" নামক জাতি "সত্তা" নামক জাতি অপেক্ষা (অপরাজাতি অপেক্ষা) কম ব্যাপক, কিন্তু 'ঘটত্ব' 'পটত্ব' নামক জাতি অপেক্ষা বেশি ব্যাপক।

উপরে সামান্যের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তা থেকে এটা স্পষ্ট যে সামান্য সকল পদার্থে থাকে না। যে যে পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে কোন ধর্মের থাকা সম্ভব সেই সেই পদার্থে সামান্য থাকতে পারে। সাতটি পদার্থের মধ্যে কেবল দ্রব্য, গুণ ও কর্মে এই সামান্য সম্ভব বাকি চারটি পদার্থে সামান্য হতে পারে না। ঐ চারটি পদার্থে সামান্য স্বীকারে কতকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। যে গুলিকে বলা হয় জাতি বাধক। যেখানে যেখানে এই জাতিবাধকক দ্বারা সামান্য বাধিত হয় সেখানে নৈয়ায়িক গণ সামান্য স্বীকার করেন না। এই জাতিবাধক কি একটু পরেই তা আলোচিত হবে।

সামান্য স্বীকারের প্রয়োজনীয়তাঃ-

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ সামান্য স্বীকার করেন না। সেই জন্যে প্রশ্ন ওঠে সামান্য স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা কি ? নৈয়ায়িকগণ বলেন, অনুবৃত্তি প্রত্যয়ের ব্যাখ্যার জন্য সামান্য স্বীকারের প্রয়োজন। আমাদের যদি কতকগুলি বিষয়ে একই প্রকারের জ্ঞান বা প্রত্যয় হয় তাহলে সেই জ্ঞানকে বলা হয় অনুবৃত্তি প্রত্যয় বা অনুগত প্রতীতি। অনুগত প্রতীতি হয় হলেই আমরা কতকগুলি জীবকে "মানুষ" বলি, আবার কতকগুলি জীবকে 'গরু' বলি। জাতি ধর্ম বা

সামান্যধর্ম স্বীকার না করলে এই অনুগত প্রতীতেকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এই অনুগত প্রতীতি হয় কিনা তা বোঝা যায় শব্দের অনুগত ব্যবহার দ্বারা। উপরের উদাহরণে "এই মানুষ" 'এই মানুষ' এই রূপ একই শব্দ ব্যবহার হর অনুগত ব্যবহার। যখন শব্দের এইরূপ ব্যবহার ঘটে তখন বোঝা যায় যে, আমাদের অনুগত প্রতীতি হয়েছে। এই অনুগত প্রতীতি ব্যাখ্যার জন্য আমাদের একটি অনুগত ধর্ম স্বীকার করতে হয়। এই অনুগত ধর্ম হচ্ছে সামান্য। মানুষের ক্ষেত্রে 'মনুষ্যত্ব' গো জাতির ক্ষেত্রে 'গোত্ব' ইত্যাদি অনুগত ধর্ম স্বীকার করলে তবে আমরা এই সব ক্ষেত্রে সামান্যের ব্যাখ্যা দিতে পারি। এইটি হল সামান্য স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা।

জাতি ধাবক : [জাতি ও উপাধি]

আমরা পূর্বে দেখেছি যে জাতি বাধক থাকলে আর সামান্য অর্থাৎ জাতি স্বীকার করা যায় না। সেক্ষেত্রে ধর্মটি জাতি না হয়ে উপাধি হয়। নৈয়ায়িকগণ ছয়টি জাতি বাধক স্বীকার করেন। একটি শ্লোকের মাধ্যমে তা ব্যাক্ত করা যায় :

"ব্যক্তিরভেদ তুল্যত্বং সঙ্করোহবথান বস্থিতিঃ।
রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধক সংগ্রহঃ।"

উপরের শ্লোকটিতে উদয়নাচার্য তাঁর দ্রব্য কিরনাবলী গ্রন্থে যে ছয়টি জাতিবাধকের উল্লেখ করেছেন তা হল : (১) ব্যক্তির অভেদ (২) তুল্যত্ব (৩) সঙ্কর (৪) অনবস্থা (৫) রূপহানি এবং (৬) অসম্বন্ধ বা সমবায় সম্বন্ধের অভাব।

(১) ব্যক্তির অভেদঃ- আলোচ্য ধর্মটি যদি একটি মাত্র ব্যক্তি বা আশ্রয়ে থাকে তাহলে ঐ ধর্মটিকে আর জাতি বলা যায় না। কেননা জাতিমাত্রই অনেক অনুগত ধর্ম। কিন্তু আকাশের 'আকাশত্ব' 'কালত্ব' ইত্যাদি ধর্ম জাতি নয় উপাধি। কারণ আকাশত্বের আশ্রয় যে আকাশ তা একটি, একাধিক নয়, কালত্বের আশ্রয় যে কাল তাও একটি, একাধিক নয়। আকাশত্ব কালত্ব প্রভৃতিকে আপাতদৃষ্টিতে জাতি বলে মনে হলেও 'ব্যক্তির অভেদ' লক্ষণ থাকার জন্য তারা জাতি নয়, জাতির বাধক।

(২) তুল্যত্ব:- তুল্য অর্থে 'সমান সমান। দুটি জাতির আশ্রয় যদি তুল্য অর্থাৎ সমান সমান হয় তাহলে সেখানে একটি জাতি স্বীকৃত হবে, দুটি নয়। এরূপ ক্ষেত্রে 'তুল্যত্ব' হবে জাতির বাধক। 'ঘটত্ব' ও 'কলসত্ব' কে দুটি ভিন্ন জাতি বলা যাবে না, কেননা তাদের আশ্রয় দ্রব্য সমান সমান বা একই। জাতিবাচক তুল্যত্ব লক্ষণের জন্য 'ঘটত্ব' ও কলসত্বকে দুটি ভিন্ন জাতি না বলে হয় 'ঘটত্বকে' অথবা 'কলসত্বকে' জাতি বলতে হবে। তুল্যত্ব লক্ষণ এক্ষেত্রে 'ঘটত্বজাতির অথবা 'কলসত্ব জাতির' বাধক হবে। 'ঘটত্বকে' যদি জাতি বলে স্বীকার করা হয় তাহলে কলসত্ত্ব হবে তার পর্যায় সামান্য।

(৩) সাঙ্কর্য:- যদি দুটি ধর্ম এমন হয় যে ঐদুটি একই অধিকরণে থাকে, আবার ক্ষেত্রবিশেষে একটি অপরটির অভাবের অধিকরনে ও থাকে তাহলে ঐ দুটিকে জাতি স্বীকার করলে সাঙ্কর্য দোষ হয়। এই জন্য নৈয়ায়িকগণ ঐদুটিকে জাতি বলে স্বীকার করেন না। যেমন ভূতত্ত্ব ও মূর্ততত্ত্ব।

ভূতত্ত্বের অধিকরনে থাকে - ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম বা আকাশ

মূর্ততত্ত্বের অধিকরণে থাকে - ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও মন

প্রথম চারটি ধর্মভৌত দ্রব্য ভূতত্ত্বে ও আছে মূর্ততত্ত্বে, ও আছে। কিন্তু ভূতত্বেও অভাবের অধিকরনে থাকে 'মন' নামক মূর্ততত্ত্ব। মন অভৌতিক দ্রব্য কিন্তু মূর্ত্ত। আবার মূর্ততত্ত্বের অভাবের অধিকরনে থাকে ব্যোম বা আকাশ। 'আকাশ' অমূর্ত কিন্তু ভৌতিক। আকাশে মূর্ততত্ত্ব থাকে কিন্তু ভূতত্ত্ব থাকে না। তেমনি মনে মূর্ততত্ত্ব আছে কিন্তু ভূতত্ত্ব নেই। সঙ্কর জাতির বাধক। সাঙ্কর্য দোষ থাকার জন্য এ দুটিকে আর জাতি বলা যায় না।

(৪) অনাবস্থা দোষ:- অনাবস্থা দোষ জাতির বাধক। জাতিত্ব কোন জাতি নয়। জাতির জাতি অর্থাৎ জাতিত্ব স্বীকার করলে অনবস্থাদোষ ঘটে। ঘটত্ব পটত্ব গোত্ব ইত্যাদি জাতির জাতি স্বীকার করলে সেই জাতির ও আবার জাতি স্বীকার করতে হয় এবং এভাবে জাতিত্ত্ব জাতিতত্ব

স্বীকার করে ক্রমাগত চললে সেই প্রক্রিয়ার কোন শেষ থাকে না। এজন্য 'জাতির জাতি' অর্থাৎ জাতিত্ব হচ্ছে জাতির বাধক।

(৫) রূপহানি:- এখানে রূপ মানে স্বরূপ। যদি কোন পদার্থের জাতি স্বীকার করলে সেই পদার্থের স্বরূপের হানি হয়, তাহলে সেই জাতি হবে জাতিবাধক, জাতি নয়। এটি বিশেষ পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি সকল বিশেষ পদার্থে বিশেষত্ব রূপ জাতি স্বীকার করা হয় তাহলে বিশেষ পদার্থের স্বরূপ হানি হয়। বৈশেষিক মতে, বিশেষ পদার্থ সংখ্যায় অনেক এবং তাদের প্রত্যেকের এক বিশেষ ধর্ম থাকে। এখন প্রত্যেকটি বিশেস পদার্থের বিশেষ ধর্মকে অনুগত ধর্ম কল্পনা করে যদি বিশেষত্ব রূপ কোন জাতি স্বীকার করা হয়, তাহলে বিশেষ পদার্থের আর বিশিষ্টতা থাকে না, অর্থাৎ তাদের স্বরূপের হানি হয় এই জন্য 'বিশেষত্ব' কোন জাতি নয়, জাতির বাধক।

(৬) অসম্বন্ধ:- অসম্বন্ধ অর্থাৎ 'সম্বন্ধের অভাব' জাতির বাধক। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, জাতি, ব্যক্তিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। গো-ব্যক্তির সঙ্গে গোত্ব জাতির সমবায় সম্বন্ধ, মানুষ ব্যক্তির সঙ্গে মনুষ্যত্বের সমবায় সম্বন্ধ, সেই রকম পাখি ব্যক্তির সঙ্গে পখিত্বের বৃক্ষ ব্যক্তির সঙ্গে বৃক্ষত্বে সমবায় সম্বন্ধ। এই সব বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমবায় সম্বন্ধকে ব্যক্তি ধরে তাদের অনুগত ধর্ম 'সমরায়ত্ব' কল্পনা করলে, সেই সমবায়ত্ব হবে জাতিবাধক। যে পদার্থ সমবায়ের অনুযোগী ও হয় না, প্রতিযোগিও হয় না যেখানে নৈয়ায়িকগণ জাতি স্বীকার করেন না। যেমন 'সমবায়' ও 'অভাব' এই দুটিতে কোন পদার্থই সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। ফলে এ দুটির কোনটি সমবায়ের অনুযোগী ও হয় না প্রতিযোগী ও হয় না। সুতরাং সমবায় ও অভাবের জাতি স্বীকার করা যায় না।

উপরের এই ছয়টি জাতিবাধক দ্বারা সামান্য বাধিত হলে সেখানে আর সামান্য স্বীকার করা যায় না।

ধন্যবাদ

অধ্যাপিকা মমতা মণ্ডল
বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ
কোলকাতা - ৩২
Email - mmandal265@gmail.com